দৈনিক খবর

তারিখ 14 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

34

# কলেজে ভর্তি সমস্যা

উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া আজকাল এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসএসসি পাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্যে বিভিন্ন কলেজে ছুটোছুটি করে। সাধারণতঃ ভালো বা নামী-দামী কলেজেই ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার ঝোঁক থাকে বেশী। সরকারী কলেজগুলোর ফলাফল ভালো বলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করে ব্যাপকভাবে। কিন্তু অধিকাংশ ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীকেই 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' এই বাস্তবতার মুখে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। চট্টগ্রামের এক খবরে প্রকাশ, এই শহরের বিভিন্ন সরকারী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুদের অস্বাভাবিক ভিড় পরিলক্ষিত হলেও ঐসব কলেজে আসন সংখ্যা খুব কম। যে কারণে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামে ১টি মহিলা কলেজ ও ১টি বাণিজ্য কলেজসহ মোট ৫টি সরকারী কলেজ রয়েছে। এই কলেজসমূহে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে সর্বমোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৭৫। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১৪ হাজার ৬শ' ৭৬ জন। অর্থাৎ আসন সংখ্যার প্রায় ৫ গুণ। তাও আবেদনকারীদের সকলেই ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ। ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণদের ভর্তির ফর্ম জমা দেয়ার কোন চান্সই দেয়া হয়নি। যদি সেরকম সুযোগ দেয়া হতো তাহলে ভর্তির জন্যে আবেদনকারীর সংখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই আরো বেশী হতো।

বস্তুতঃ কলেজে ভর্তি হওয়ার এই সমস্যা যে কেবল চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এ সমস্যা আসলে দেশের সকল জেলা এবং শহরের। রাজধানী ঢাকার কথাতো বলাই বাহুল্য। কয়েকদিন আগের এতদসংক্রান্ত এক খবরে রাজধানীর ছাত্রদের ভর্তি সমস্যার কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে বলে আমরা জানি। বলা বাহুল্য, সে খবরের মূল সুরও অভিন্ন। অর্থাৎ 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী'র মত অবস্থা। আর সেই সমস্যার উদ্ভব যে কারণে তাহলো ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় আসন সংখ্যার স্বল্পতা।

আমরা জানি, সরকারী-বেসরকারী প্রায় প্রতিটি ভালো কলেজেই শুধুমাত্র ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্যে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। এছাড়া এমন কোন কোন কলেজ রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র ১ম বিভাগে উত্তীর্ণদেরই ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। অর্থাৎ ২য় এবং ৩য় বিভাগের জন্য নো চান্স। ভর্তি হবে কি, ভর্তির জন্যে আবেদন করার যোগ্যতাও তাদের নেই। তাদের জন্যে কোন ভর্তির ফর্ম সরবরাহ করা হয় না। আর ন্যূনতম যোগ্যতা সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেও যে সকলে ভর্তির সোনালী সুযোগ লাভ করবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। চট্টগ্রামের ৫টি সরকারী কলেজে নির্ধারিত আসন সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৭৫। ভর্তি পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৬শ' ৭৬ জন অংশ নিলেও বিধি মোতাবেক এই সংখ্যা থেকে ১১ হাজার ৭শ' ১ জনই বাদ পড়ে যাবে। এই বাদ পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা কোন না কোন কলেজে ভর্তি হবে ঠিকই। কিন্তু পছন্দমাফিক কলেজে ভর্তি হতে না পেরে তাদের প্রায় সকলেই অভিভাবকসহ যে দারুণ অসন্তুষ্ট হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

লেখাপড়ার জন্যে নিজের পছন্দমাফিক স্কুল বা কলেজই যে সব সময় বেছে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকলেই পড়তে চায় এটা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, সকল ছাত্রের সেই সৌভাগ্য হয় না। তবু মানুষ স্বভাবগতভাবেই সৌভাগ্যের অন্বেষায় থাকে ব্যাকুল এবং অধীর। আর তা থাকে বলেই ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকরা ভর্তির সময় হতেই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা ,প্রখ্যাত কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটে যান। কিন্তু স্বল্প আসন সংখ্যার জন্যে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের মনের আশা প্রায় ক্ষেত্রেই পূরণ হয় না। এতে স্বভাবতঃই ছাত্র ও অভিভাবকদের হতাশা এবং উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। ভর্তি সংকটের এই অনিশ্চয়তার মুখে প্রতিবছরই দেশের বিপুলসংখ্যক ছাত্র এবং অভিভাবককে সমস্যায় পড়তে হয়। এ সমস্যার কি স্থায়ী কোন সমাধান একেবারেই সম্ভব নয়? আমরা কি কোনভাবেই দেশের অসংখ্য ছাত্র এবং অভিভাবকদের এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিতে পারি না? উচ্চ শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্মরণ করে আমাদের এই সমস্যা নিয়েও বিশেষভাবে ভাবতে হবে। কেননা, আমরা চাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অতিশয় পশ্চাৎপদ এই দেশে অন্ততঃ ভর্তির বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন রকম সমস্যার মধ্যে না পড়ুক। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানে উন্নীত করতে পারলে হয়তো এ সমস্যার একটা সুরাহা হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তাই সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার আন্তরিক পদক্ষেপ নিতে হবে।